সংক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: দেশের বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষে ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইনবলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সনের ২২ সেপ্টেম্বর হতে শুরু করে প্রধান কার্যালয়সহ বর্তমানে ০৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৪ টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ২৪৬টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে অথবা জামানত ব্যাতিরেকে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করে। এছাড়া সরকারের বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প", "শিল্প কল-কারখানার স্বেচ্ছাঅবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী", অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা কর্মসূচী" এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী", "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম"-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের অর্থায়নে ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ৫,৬৪,৯১০ জন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসহ সর্বমোট ২০,৩৯,৩২৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণা – ১

০১. ধারণার শিরোনাম: অনলাইন ঋণ আবেদন

০২. ধারণার পরিচিতি:

কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় আসতে হয়। শাখায় আসার পর জানা যায়, ঋণ প্রাপ্তির জন্য কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন? তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে শাখায় পুনরায় আসতে হয়। এরপর শাখা দাখিলকৃত কাগজপত্র যাচাই করে এবং মাঠকর্মী প্রকল্প পরিদর্শন করে কী পরিমাণ ঋণ দেয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করে। সবশেষে গ্রাহক শাখায় উপস্থিত হয়ে ঋণের চেক গ্রহণ করেন। ঋণের চেক গ্রহণ করা পর্যন্ত গ্রাহককে কমপক্ষে ৪-৬ বার শাখায় আসা যাওয়া করতে হয়।

কাজটি যদি ওয়েব বেইজড সিস্টেমের সাহায্যে করা হয় তবে গ্রাহক তাঁর নিজস্ব কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইল ফোন ব্যবহার করে জানতে পারবেন যে, ঋণ গ্রহণের জন্য কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন এবং একইসাথে তিনি অনলাইনে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। ফলে গ্রাহক একবার শাখায় এসে ঋণের চেক গ্রহণ করতে পারবে।

০৩. উদ্দেশ্য:

- কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ প্রদানের Target Group হলো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক ও যুব মহিলা। মূলত: যে যুব শ্রেণী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় থেকে Dropout হচ্ছে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাদেরকেই এ ব্যাংক হতে ঋণ প্রদান করে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনলাইন ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে আগ্রহী প্রার্থীগণ ঘরে বসেই যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন এবং ঋণ আবেদন করতে পারবেন।

- সরকারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া।

০৪. কর্মপদ্ধতি:

প্রচলিত কর্মপদ্ধতি:

- ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সর্ম্পকে ধারণা;
- শাখায় এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ঋণের আবেদনপত্র দাখিল;
- মাঠকর্মী কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন, কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই ও সুপারিশ। অতঃপর ঋণ মঞ্জুর;
- শাখায় উপস্থিত হয়ে ঋণের চেক গ্রহণ।

প্রচলিত প্রসেসম্যাপ:

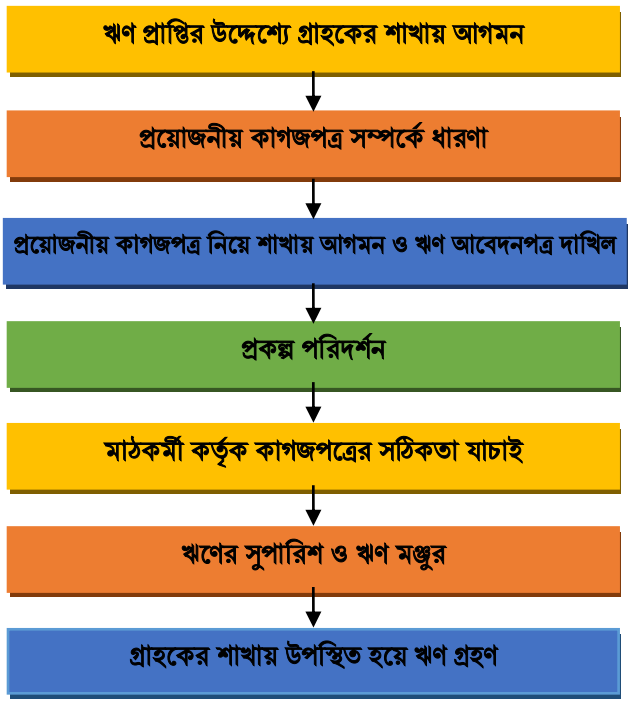

প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি:

- অনলাইনে ঋণ আবেদন করা যাবে উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রেস রিলিজ এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। শাখায় আগত উদ্যোক্তাকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।
- ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 'অনলাইন ঋণ আবেদন' নামে একটি মেন্যু থাকবে।
- উক্ত মেন্যুতে ক্লিক করে উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট, অনলাইনে ঋণ আবেদন কীভাবে করবেন এ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং ঋণ আবেদন ফরম পাবেন।
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট এবং ঋণ আবেদন সম্পর্কিত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ফরম পূরণ করে উদ্যোক্তা Submit বাটনে ক্লিক করলে ঋণ আবেদনটি সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ে দাখিল হবে।
- প্রতিদিন প্রাপ্ত ঋণ আবেদন পত্র বাছাইপূর্বক শাখা ব্যবস্থাপক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে যাচাই করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করবেন।
- প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণকে SMS এর মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হবে।
- নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণকে শাখায় উপস্থিত হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রসেসম্যাপ:

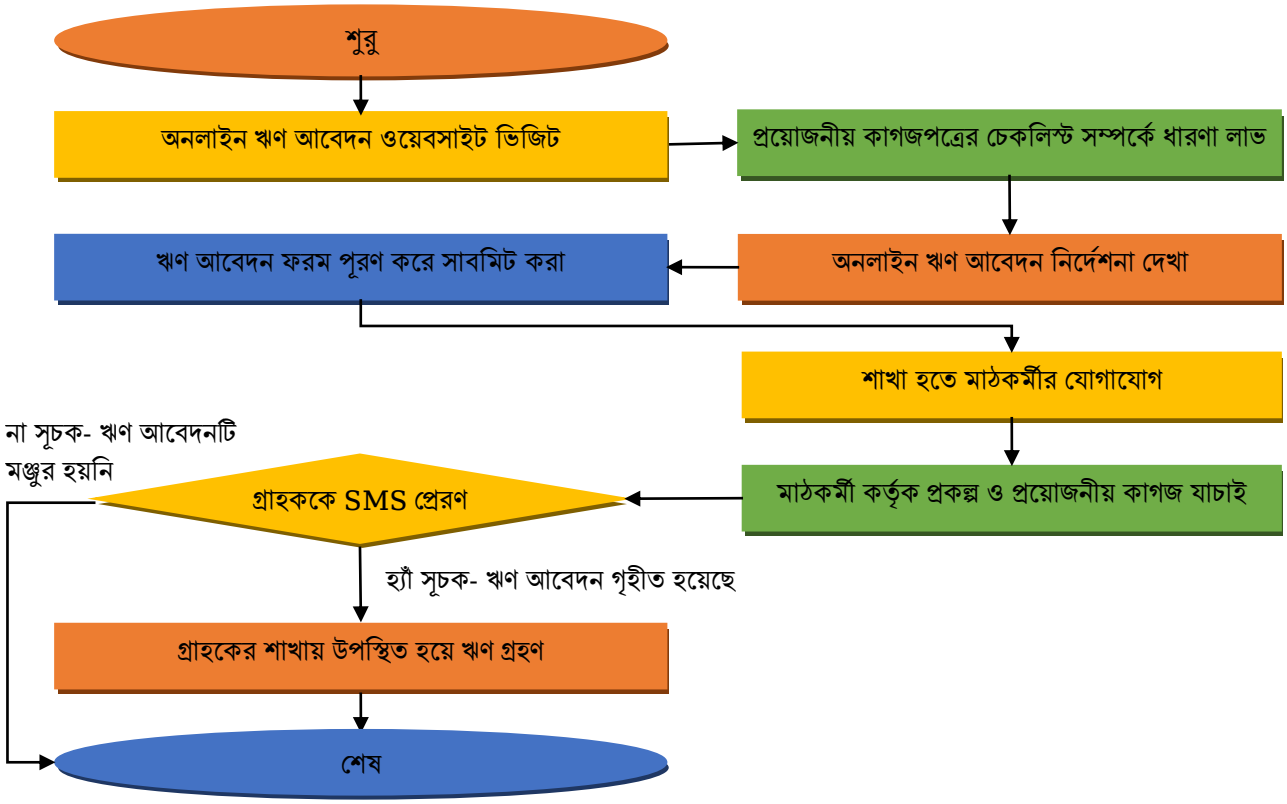

০৫. উপকারিতা/সুফল:

- ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং বেকারত্ব দূরীকরণ;
- অনলাইনে ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য জানার সুযোগ;
- প্রশিক্ষিত অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইল ব্যবহার করে অনলাইনে ঋণ আবেদন দাখিল;
- অনলাইনে ঋণ মঞ্জুরী/ না-মঞ্জুরীর বিষয় অবহিত হওয়া;
- প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার তথ্য পাওয়া;
- ঋণগ্রহীতার TCV উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস;
- সরকারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া।

০৬. বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যয়:

খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমাণ)	প্রয়োজনীয় অর্থ	কোথা হতে পাওয়া যাবে /অর্থের উৎস?
জনবল (শুধুমাত্র পাইলট বাস্তবায়ন)	১-২ জন	-	অফিস
কম্পিউটার	১-২টি	-	অফিস
সফটওয়্যার	ডাটাবেজ ও ঋণ আবেদন ফরম তৈরি	-	অফিস
ডোমেইন ও হোস্টিং	ডোমেইন ও আনলিমিটেড স্পেস	৩০,০০০/- (বাৎসরিক)	ইনোভেশন ফান্ড
বাল্ক এসএমএস	বাল্ক এসএমএস – ২০,০০০টি	১০,০০০/-	ইনোভেশন ফান্ড
বস্তুগত (স্টেশনারী ইত্যাদি)	কাগজ, কলম ইত্যাদি	-	অফিস
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা)	প্রশিক্ষণ, সভা ও প্রচার	৫০,০০০/-	ইনোভেশন ফান্ড
	প্রয়োজনীয় মোট অর্থ	**৯০,০০০/-**	

০৭. বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১.১০.২০১৮ থেকে ৩০.০৪.২০১৯ তারিখ।

০৮. সুবিধাভোগীর ব্যয়: ঋণগ্রহীতা বা উদ্যোক্তার স্ট্যান্ডার্ড ডাটা (ইন্টারনেট) চার্জ প্রযোজ্য হবে।

০৯. সম্প্রসারণের সুযোগ: বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল শাখায় প্রকল্পটি সম্প্রসারণের সুযোগ আছে। অন্যান্য সরকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের ধারণাটি ব্যবহার করতে পারবে।

১০. সম্ভাব্য ঝুঁকি:

- বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা অনলাইন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হলে সাময়িক সমস্যা হতে পারে;
- নেটওয়ার্কের ব্যবহার করে অনধিকার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তথ্যের টেম্পারিং করা;
- লেনদেনের তথ্য না থাকায় এবং নিয়মিত ব্যাকআপ সুবিধার কারণে ঝুঁকি কম।

১১. বাস্তবায়িত ধারণার ফলাফল (আগে কী ছিল, পরে কী হয়েছে):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০-১৫ ঘন্টা	১৫০-৬০০/- টাকা	৪-৬ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৪ ঘন্টা	৫-১৫০/- টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৬-১১ ঘন্টা	১৪৫-৪৫০/- টাকা	২-৪ বার

ধারণা প্রদানকারী: জনাব মোঃ আওরঙ্গজেব, উপমহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও তাঁর দল।

সফটওয়্যার ডেভেলপার: মোহাম্মাদ আরিফুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

উদ্ভাবনী ধারণা – ২

০১. ধারণার শিরোনাম: KB Easy Circular

০২. ধারণার পরিচিতি: ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সময় সময় নানাবিধ পরিপত্র/ সার্কুলার লেটার/ নির্দেশনা পত্র/ নিয়মাবলী জারী করা হয়। এ সব নির্দেশনা/সার্কুলার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, মনে রাখা এবং প্রয়োজনের সময় সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। আবার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কোনো কোনো সার্কুলার সংশোধন/ পরিবর্তন/ পরিমার্জন করা হয়। এ ক্ষেত্রে পুরনো সার্কুলারের প্রয়োজন হয়।

জারীকৃত সার্কুলার যদি Online Platform- এ সংরক্ষণ করা হয় তবে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। ইন্টারনেট কানেকশনযুক্ত কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এসব সার্কুলার দেখা যাবে। ফলে কাগজের ব্যবহার কমানো সম্ভব হবে।

০৩. উদ্দেশ্য:

- সকল সার্কুলার একই স্থানে পাওয়ার সুবিধা;
- যে কোনো স্থান থেকে কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্কুলার দেখার সুযোগ;
- সার্কুলার দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা;
- বিভাগ, অর্থবছর, তারিখ, ডেসপাচ ও বিষয়ভিত্তিক সার্কুলার Search করার সুযোগ;
- কর্মসংস্থান ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সংরক্ষণের সুবিধা;
- ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাৎক্ষণিক রেফারেন্স সংগ্রহের সুযোগ;

০৪. কর্মপদ্ধতি:

প্রচলিত কর্মপদ্ধতি:

- সার্কুলার/নির্দেশনাসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের পৃথক কোনো বিভাগ না থাকায় প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের সকল সার্কুলার/নির্দেশনা ম্যানুয়ালি ফাইলে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয়; এসব ফাইল হতে প্রয়োজনীয় সার্কুলার অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য;
- প্রতিটি সার্কুলার ব্যাংকের সকল বিভাগ/কার্যালয়/শাখা সংরক্ষণ করে। ফলে সংরক্ষিত সার্কুলারের ফাইল কিছুদিন পর বিশালাকার ধারণ করে, যা সংরক্ষণের জন্য তুলনামূলক বেশি জায়গা ও কাগজ ব্যয় হয়;
- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যখন কোনো সার্কুলারের প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজ অফিসসহ সমপর্যায়ের অথবা নিয়ন্ত্রণকারী অফিসসমূহে সার্কুলার অনুসন্ধান করে। এজন্য তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় হয়।

প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি:

- অনলাইন প্লাটফর্মে ব্যাংকের সকল সার্কুলার এবং মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজনীয় সার্কুলারসমূহ সংরক্ষণ করা হবে;
- সার্কুলারসমূহ ২ ভাগে সংরক্ষণ করা হবে:
  - **জেনারেল সার্কুলার**- সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং কোনো প্রকার লগ-ইন করার প্রয়োজন নেই। শুধু নির্দিষ্ট URL Visit করেই এ সকল সার্কুলার পাওয়া যাবে;
  - **সংরক্ষিত সার্কুলার**- এই মেন্যুতে সংরক্ষিত সার্কুলার দেখার জন্য লগ-ইন করতে হবে।;
- KB Easy Circular ভিজিট করলেই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সার্কুলারসমূহ দেখা যাবে কিন্তু অভ্যন্তরীণ সার্কুলারসমূহ দেখা/ডাউনলোড করার জন্য পৃথকভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে;
- রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হলে একটি Username ও Password পাওয়া যাবে, যা এন্ট্রিপূর্বক অভ্যন্তরীণ সার্কুলারসমূহ দেখা যাবে।

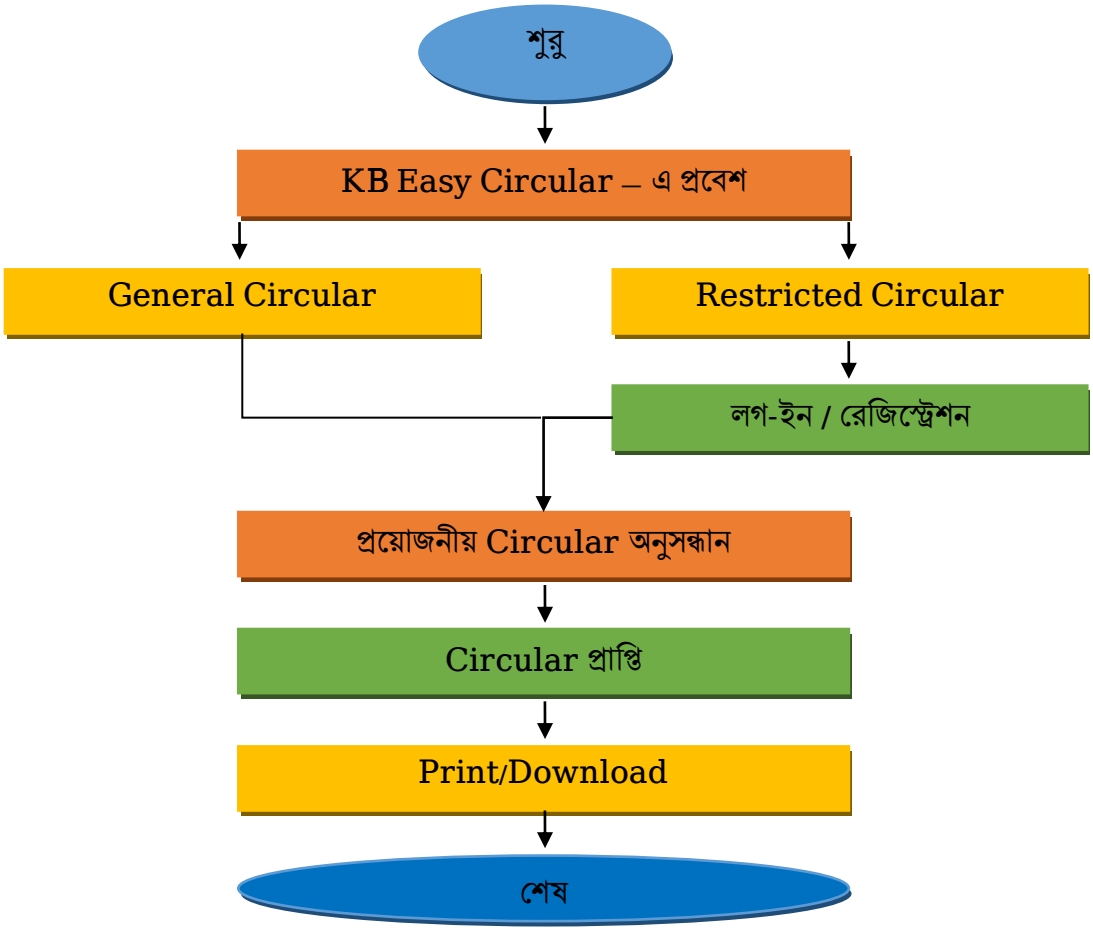

০৫. উপকারিতা/সুফল:

- প্রয়োজনীয় সার্কুলার যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে ইন্টারনেট কানেকশনযুক্ত মোবাইল ফোন/ ল্যাপটপ/ কম্পিউটার- এ দেখা যাবে;
- এ সকল সার্কুলার পরবর্তীতে Offline ব্যবহারের জন্য ডাউনলোড করে রাখা যাবে;
- বিভাগ, অর্থবছর, তারিখ, ডেসপাচ ও বিষয়ভিত্তিক সার্কুলার Search করা যাবে;
- সকল সার্কুলার দ্রুত ও সহজে পাওয়া যাবে যা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। ফলে গ্রাহক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

০৬. বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যয়:

খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমাণ)	প্রয়োজনীয় অর্থ	কোথা হতে পাওয়া যাবে /অর্থের উৎস?
জনবল (শুধুমাত্র পাইলট বাস্তবায়ন)	১-২ জন	-	অফিস
কম্পিউটার	১-২টি	-	অফিস
স্ক্যানার	১টি	৭০,০০০/-	অফিস
সফটওয়্যার	ডাটাবেজ ও সিস্টেম তৈরি	-	অফিস
ডোমেইন ও হোস্টিং	ডোমেইন ও আনলিমিটেড স্পেস	৩০,০০০/- (বাৎসরিক)	অফিস
বস্তুগত (স্টেশনারী ইত্যাদি)	কাগজ, কলম ইত্যাদি	-	অফিস
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, সভা)	প্রশিক্ষণ, সভা ও প্রচার	৫০,০০০/-	ইনোভেশন ফান্ড
	প্রয়োজনীয় মোট অর্থ	১,৫০,০০০/-	

০৭. বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১.১০.২০১৮ থেকে ৩০.০৪.২০১৯ তারিখ।

০৮. সুবিধাভোগীর ব্যয়: ব্যবহারকারীর স্ট্যান্ডার্ড ডাটা (ইন্টারনেট) চার্জ প্রযোজ্য হবে।

০৯. সম্প্রসারণের সুযোগ: বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল কার্যালয়ে প্রকল্পটি সম্প্রসারণের সুযোগ আছে। এছাড়াও আগ্রহী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ধারণাটি ব্যবহার করতে পারবে।

১০. সম্ভাব্য ঝুঁকি:

- বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা অনলাইন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হলে সাময়িক সমস্যা হতে পারে;
- নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অনধিকার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তথ্যের টেম্পারিং হতে পারে;
- কোনো Transactional Information না থাকায় এবং নিয়মিত ব্যাকআপ সুবিধার কারণে ঝুঁকি কম।

১১. বাস্তবায়িত ধারণার ফলাফল (আগে কী ছিল, পরে কী হয়েছে):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৬০-১৮০মিনিট	৫-৫০/- টাকা	০-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৫-১০ মিনিট	০-৫/- টাকা	প্রয়োজন নেই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৫৫-১৭০ মিনিট	০-৪৫/- টাকা	০-২ বার

ধারণা প্রদানকারী: শেখ রাহাত হাসান, সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

সফটওয়্যার ডেভেলপার: মোহাম্মাদ আরিফুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার, আইটি বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।